সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৬

সূরা নাসরের মর্যাদা ৯

সূরা নাসর নাযিলের সময় ১১

বিজয় আসবেই ১৫

সবার জন্য ইসলাম ১৭

বিজয় পেলে করণীয় ২৩

ইস্‌তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার উপকারিতা ৩৫

ইস্‌তিগফারের ফজিলত-বিষয়ক হাদীস ও সালাফদের বাণী ৩৯

StackValy

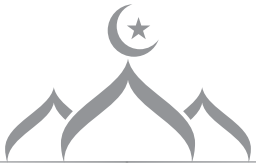

সূরা নাসর নাযিলের সময়

সূরা নাসর মাদানি সূরাগুলোর অন্যতম। অর্থাৎ এটি নাযিল হয়েছে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরত করার পর। এটিই হলো নবিজির ওপর নাযিল-হওয়া সর্বশেষ সূরা।

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'কুরআনের নাযিল-হওয়া সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো—

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ...

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে..."'[৩]

Stack Valy

তবে এটি কখন নাযিল হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বছর ইন্তিকাল করেছেন, সেই বছর নাযিল হয়েছে।'

মুসনাদু আহমাদ-এ এসেছে, ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন সূরা নাসর নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِيْ بِأَنَّهُ مَقْبُوْضٌ فِيْ تِلْكَ السَّنَةِ

"আমাকে আমার ব্যাপারে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এ বছরই আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।"'[৪]

---

[৩] মুসলিম, ২৩১৮।

[৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৭৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯/২৫; ইসনাদটি দঈফ।

এই অভিমতের পক্ষে আরও একটি দলীল রয়েছে। *মুসনাদু বাযযার* এবং *সুনানু বাইহাকি*-তে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর মিনায় অবতীর্ণ হয়। তখন ছিল বিদায় হজ্জের আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়।

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۝١

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।"

তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—এটাই তাঁর বিদায়ের সময়। তাই তিনি 'কাসওয়া' উটটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ করেন। তা নিয়ে আসা হলে তাতে আরোহণ করেন তিনি। তারপর আকাবায় মানুষের সামনে উপস্থিত হন। এরপর আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ পাঠ করে দীর্ঘ খুতবা পেশ করেন...'[৫]

কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'এর পরে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র দুই বছর বেঁচে ছিলেন।'[৬]

এই বর্ণনাটি প্রমাণ করে—সূরাটি নাযিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের আগে। আর এটিই স্পষ্ট। কারণ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে"—এর দ্বারা বোঝা যায়, তখনো বিজয় আসেনি, এসেছে আরও কিছুকাল পরে। কেননা إِذَا শব্দটি প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ভবিষ্যৎকালের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন অতীতকালের জন্যও এর ব্যবহার আছে। যেমন আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে—

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا...

"তারা যখন কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্ষণিক আনন্দের কোনোকিছু দেখেছে, তখন সেদিকে ছুটে গিয়েছে...।"[৭]

[৫] বাযযার, ১১৪১; বাইহাকি, আস-সুনান, ৫/১৫২; দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ৫/৪৪৭; ইসনাদটি অত্যন্ত দুর্বল। বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন মূসা ইবনু উবাইদা, তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমার কাছে তার থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়।'

[৬] তাবারি, তাফসীর, ২৪/৭১২।

[৭] সূরা জুমুআ, ৬২ : ১১।

আবার এই বাণীতেও—

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

"সেসব লোকের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই—যারা তোমার কাছে এ-আশা নিয়ে এসেছিল যে, তুমি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি বললে, 'তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য আমার নেই'...।"[৮]

إِذَا–এর ব্যবহারে অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকাল নিয়ে যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে, তা এভাবে সমাধান করা হয়—ওপরের দুটো আয়াতের বর্ণনায় إِذَا–এর ব্যবহার নির্দিষ্ট করে অতীতকালের জন্য হয়নি। বরং তাদের সাধারণ অবস্থা বোঝানো হয়েছে সেখানে।

Stack Valy

সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন,

جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ...

"আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসেছে এবং ইয়ামানবাসী এসেছে...।"[৯]

আর ইয়ামানবাসী এসেছিল বিদায় হজ্জের আগে।[১০] (এ থেকে বোঝা যায়—মক্কা বিজয়ের আগেই সূরা নাসর নাযিল হয়েছিল।)

[৮] সূরা তাওবা, ৯ : ৯২।

[৯] তাবারি, তাফসীর, ২৪/৭০৭।

[১০] আল্লামা মাহমূদ আলুসি, রূহুল মাআনি, ৩০/২৫৬।

বিজয় আসবেই

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۝١

“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।”

‘আল্লাহর সাহায্য’ (نَصْرُ اللهِ) দ্বারা উদ্দেশ্য—শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি ও সাহস জোগানো। আল্লাহর সাহায্য লাভের ফলে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবের পুরোটা নিজের আয়ত্তে আনবেন। আর কুরাইশ, হাওয়াযিন ও অন্য গোত্রগুলো থেকে ছিনিয়ে নেবেন তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা।

তবে নাক্কাশ[১১] (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘আল্লাহর সাহায্য বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিকে বোঝানো হয়েছে।’

“আল্লাহর বিজয়” (اَلْفَتْحُ) বলতে বোঝানো হয়েছে মক্কা বিজয়কে। ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ আরও অনেকের অভিমত এটি। কারণ আরবের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মক্কা বিজয় করার অপেক্ষায় ছিল।

সহীহ বুখারি-এর বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন মক্কা বিজয় হলো, পুরো আরব তখন তাড়াহুড়ো করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। কারণ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল তারা। নিজেদের মধ্যে তারা

---

[১১] পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মূসিলি আল-বাগদাদি আন-নাক্কাশ। তার রচিত অনেক কিতাব রয়েছে, তার মধ্যে তাফসীর-বিষয়ক একটি গ্রন্থ হলো : ‘শিফাউস সুদূর’ (অন্তরের আরোগ্য)। এই কিতাবের ব্যাপারে হাফেজ হিবাতুল্লাহ লালকায়ি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “এটি ‘অন্তরের আরোগ্য’ নয়, বরং ‘অন্তরে রোগ সৃষ্টিকারী!’” আবু বকর বুরকানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘নাক্কাশ বর্ণিত সব হাদীস মুনকার।’ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৫১ হিজরিতে। বিস্তারিত —যাহাবি, সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, ১৫/৫৭৩।

বলাবলি করত, 'তাঁকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে দাও। তিনি যদি তাদের ওপর বিজয়ী হন, তা হলে (প্রমাণিত হবে যে) তিনি সত্য নবি।'[১২]

হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন আরবের লোকেরা বলল, 'মক্কাবাসীকে আল্লাহ তাআলা হস্তীবাহিনী থেকে বাঁচিয়েছিলেন। (সুতরাং এটা বোঝা দরকার) মুহাম্মাদ যেহেতু তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছেন, তাই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মক্কাবাসীর (শিরক-মিশ্রিত) দ্বীন তোমাদের জন্য আসলে কোনো দ্বীনই নয়।' এ কথা বলে তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল।'[১৩]

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহর বিজয়' দ্বারা ব্যাপক বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মক্কাসহ অন্যান্য শহর ও দুর্গ জয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : তায়েফ, হিজায, ইয়ামান ইত্যাদি। এই অভিমতটি উল্লেখ করেছেন ইবনু আতিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)।

Stack Vally

[১২] বুখারি, ৪৩০২।

[১৩] সা'লাবি, তাফসীর, ৩০/৪৩৮।

সবার জন্য ইসলাম

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝٢

"আর তুমি দেখবে—লোকজন দলে দলে আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শে প্রবেশ করছে।"

এখানে 'লোকজন' (اَلنَّاسَ) বলতে ব্যাপক অর্থে সাধারণ মানুষকেই বোঝানো হয়েছে। এটিই অধিকাংশ আলিমের মত। তবে মুকাতিল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'লোকজন বলতে ইয়ামানবাসীকে বোঝানো হয়েছে।'

মুসনাদু আহমাদ-এ এসেছে, আবু সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন এই সূরাটি নাযিল হলো—

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।"

Stack Valy

তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ সূরাটি তিলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন,

اَلنَّاسُ حَيِّزٌ وَأَنَا وَأَصْحَابِيْ حَيِّزٌ

"(তখন যারা ইসলামে প্রবেশ করবে,) মর্যাদার বিচারে সেসব লোক থাকবে একদিকে; আর আমি ও আমার সাহাবিরা থাকব আরেকদিকে।"

তিনি আরও বললেন,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ

"(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই।[১৪] তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে।"'

আবু সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-র এই বর্ণনাকে মারওয়ান মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তা সত্যায়ন করেন রাফি' ইবনু খাদীজ ও যাইদ ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)।[১৫]

এই হাদীসটির মাধ্যমে দলীল পেশ করা হয় যে, সূরা নাসরে 'বিজয়' বলতে মক্কা বিজয়কেই বোঝানো হয়েছে। *সহীহ বুখারি* ও *সহীহ মুসলিম* -এর বর্ণনাতেও এসেছে, ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

"(মক্কা থেকে) আর কোনো হিজরত নেই। এখন শুধু জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে।"[১৬]

StackValy

এমনিভাবে নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে 'বিজয়' কথাটি উল্লেখ করেও মক্কা বিজয়ের কথাই বোঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে সম্পদ খরচ করে এবং যুদ্ধ করে (আর যারা তা করে না), তারা সমান নয়।"[১৭]

মক্কা বিজয়কে বোঝানোর কারণেই নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلنَّاسُ حَيِّزٌ وَّأَنَا وَأَصْحَابِيْ حَيِّزٌ

"(বিজয়ের পরে যারা ইসলামে প্রবেশ করবে,) মর্যাদার বিচারে সেসব লোক থাকবে একদিকে; আর আমি ও আমার সাহাবিরা থাকব আরেকদিকে।"

---

[১৪] ইসলামের শুরুর দিকে ইসলামের সাহায্য ও মুসলিমদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব ছিল। ফলে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবিগণ মদীনায় হিজরত করেছিলেন। পরে যখন মক্কা বিজয় হয়, তখন সাহাবিগণের জন্যে সেই হুকুম রহিত হয়ে যায়। সে কথাই বলা হয়েছে এই হাদীসে।

[১৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৬২৯; সহীহ লি-গাইরিহী।

[১৬] বুখারি, ১৮৩৪; মুসলিম, ১৩৫৩।

[১৭] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১০।

সুনানু নাসাঈ-তে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন এই সূরাটি পুরোপুরি নাযিল হলো—

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۝١

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে...।"

তখন আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলো। ফলে এরপর থেকে আখিরাতের ব্যাপারে তিনি আরও বেশি চেষ্টা ও আমল করতে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে বলেছেন,

جَاءَ الْفَتْحُ، وَجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ

"বিজয় এসেছে, আল্লাহর সাহায্য এসেছে, আর এসেছে ইয়ামানবাসী।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, ইয়ামানবাসী কারা?'

তিনি বললেন,

قَوْمٌ رَّقِيقَةٌ قُلُوْبُهُمْ، لَيِّنَةٌ قُلُوْبُهُمْ، اَلْإِيْمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ

"তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের অন্তর অত্যন্ত কোমল ও নরম। ইয়ামানবাসীর মধ্যে আছে ঈমান, ইয়ামানবাসীর মধ্যে আছে হিকমাহ। ইয়ামানবাসীর মধ্যে আছে ইসলামের গভীর প্রজ্ঞাও।"'[১৮]

ইবনু জারীর তাবারি (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাতে ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন,

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! বিজয় এসেছে, আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং ইয়ামানবাসী এসেছে।"

[১৮] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১১৬৪৮; আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ, ২৫০৫; হাসান।

প্রশ্ন করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, ইয়ামানবাসী কারা?'

উত্তরে তিনি বললেন,

قَوْمٌ رَّقِيْقَةٌ قُلُوْبُهُمْ، لَيِّنَةٌ طِبَاعُهُمْ، اَلْإِيْمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ

"তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের অন্তর কোমল, স্বভাব নরম। ইয়ামানবাসীর মধ্যে আছে ঈমান, ইয়ামানবাসীর মধ্যে আছে ইসলামের গভীর প্রজ্ঞা। আর ইয়ামানবাসীর মধ্যে আছে হিকমাহ।"[১৯]

এই বর্ণনাটি আরও কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। *তাফসীরু আবদির রাযযাক* কিতাবেও বর্ণনাটি এসেছে।

তবে এই বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় না যে, আয়াতে উল্লেখিত 'লোকজন' (اَلنَّاسُ) শব্দটি দিয়ে কেবল ইয়ামানবাসীকে বোঝানো হয়েছে। বরং এটা বোঝায়—তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ 'লোকজন' শব্দটি ইয়ামানবাসীসহ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

ইবনু আবদিল বার (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন পুরো আরবে একজনও কাফির ছিল না। বরং তায়েফ ও হুনাইনের যুদ্ধের পর সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ নবিজির কাছে এসেছিল, কেউ-বা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। আর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যে ঘটনা ঘটেছিল, তা ছিল এর কিছুদিন পর।'

ইবনু আতিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ইবনু আবদিল বার (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো—আরবের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজারি আর খ্রিষ্টানরা ছিল তাগলিব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং তারা তখন জিযইয়া দিয়ে সেখানে বসবাস করত। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।' (অর্থাৎ কাফিরদের কেউ-ই তখন ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। তারা সবাই ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনস্থ।)[২০]

[১৯] তাবারি, তাফসীর, ৩০/২১৫; ইসনাদটি দঈফ।

[২০] ইবনু আতিয়্যা, তাফসীর, ৫/৫৩২।

اَلْأَفْوَاجُ-শব্দের অর্থ—এক দলের পর আরেক দল, দলে দলে বা ঝাঁকে ঝাঁকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ

"একটা দলকে সেখানে নিক্ষেপ করা হলে..."[২১]

মুসনাদু আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে, আবু আম্মার (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার কাছে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এক প্রতিবেশী বর্ণনা করেন—একবার আমি একটা সফর থেকে ফিরলাম। তখন জাবির ইবনু আবদিল্লাহ আমাকে সালাম দেন। আমি তার সাথে আলোচনা শুরু করলাম—ভবিষ্যতে মানুষের নানা দলে ভাগ হয়ে যাওয়া এবং তারা যে নতুন নতুন রীতিনীতি চালু করবে, সেসব ব্যাপারে। একপর্যায়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوْا فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا، وَسَيَخْرُجُوْنَ مِنْهُ أَفْوَاجًا

"নিশ্চয়ই মানুষ আল্লাহ তাআলার দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করবে এবং (একটা সময়) আবার দলে দলে বেরও হয়ে যাবে।"'[২২]

[২১] সূরা মুলক, ৬৭ : ৮।

[২২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৪৬৯৬; ইসনাদটি দঈফ।

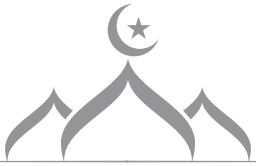

ইস্‌তিগফারের ফজিলত-বিষয়ক হাদীস ও সালাফদের বাণী

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া বা ইস্‌তিগফারের মাহাত্ম্য ও ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সে সম্পর্কে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হলো।

এক.

جَلَاءُ الْقُلُوْبِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ وَالْاِسْتِغْفَارُ

"অন্তরের পরিশোধক হলো—কুরআন তিলাওয়াত এবং ইস্‌তিগফার।"[৫৯]

দুই. আরেকটি হাদীস হলো–

فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ وَنَزَعَ، صُقِلَ قَلْبُهُ

"বান্দা যদি তাওবা করে, ক্ষমা চায় এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়।"[৬০]

---

[৫৯] হুবহু এই শব্দে বর্ণিত কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। তবে এর কাছাকাছি দুটি হাদীস রয়েছে—
এক. ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ

"লোহায় যেমন জং ধরে, আমাদের অন্তরগুলোতেও তেমনি জং ধরে।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তা দূর করার উপায় কী?'
তিনি বললেন, تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ "কুরআন তিলাওয়াত।"' (আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৯৭; খতীব বাগদাদি, তারীখ, ১১/৮৫; ইসনাদটি অত্যন্ত দুর্বল।)
দুই. আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأً كَصَدَأِ الْحَدِيْدِ وَجَلَاؤُهَا الْاِسْتِغْفَارُ

"নিশ্চয় লোহার জঙের মতো অন্তরের জং রয়েছে। আর তা দূর করার উপায় হলো—ইস্‌তিগফার।" (ইবনু আদি, আল-কামিল, ৭/২৪৯৪; ইসনাদটি দুর্বল।)

[৬০] আহমাদ, ৭৯৩৯; তিরমিযি, ৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ, ৪২৪৪; হাসান।

তিন. আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে–

يَا ابْنَ أُدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِيْ

"হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, আর তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। এতে কোনো পরোয়া করব না আমি।"[৬১]

চার. ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মজলিসে গণনা করতাম, তিনি ১০০ বার এই দুআটি পড়তেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

"হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার তাওবা কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি বেশি বেশি তাওবা কবুলকারী, পরম ক্ষমাশীল।"'[৬২]

পাঁচ. আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"আল্লাহর কসম! প্রতিদিন আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তাওবা করি।"[৬৩]

ছয়. আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তা হলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এমন সম্প্রদায়

---

[৬১] তিরমিযি, ৩৫৪০; সহীহ।

[৬২] আবু দাউদ, ১৫১৬; তিরমিযি, ৩৪৩৪; ইবনু মাজাহ, ৩৮১৪; সহীহ।

[৬৩] বুখারি, ৬৩০৭।

নিয়ে আসতেন, যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"[৬৪]

সাত. *মুসনাদু আহমাদ*-এর বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "যে ব্যক্তি বিছানায় যাওয়ার সময় তিনবার বলবে,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—যিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই; যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। এবং আমি তাওবা করছি তাঁর কাছেই।'

আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন—যদিও তা সমুদ্রের ফেনা-পরিমাণ হয়, যদিও তা (বিশাল) মরুভূমির বালুকণা-পরিমাণ হয়, যদিও তা সমস্ত গাছের পাতা-পরিমাণ হয়!"[৬৫]

আট. অন্য এক হাদীসে এসেছে–

مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا

"যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়ে, আল্লাহ তাকে সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন।"[৬৬]

এই বিষয়টিকে সমর্থন করে আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

"তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"[৬৭]

এবং এই বাণী–

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى

"তোমরা তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও, আর অনুশোচনা করে তাঁর কাছে

[৬৪] মুসলিম, ২৭৪৯।
[৬৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/১০; তিরমিযি, ৩৩৯৭।
[৬৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২৪৮।
[৬৭] সূরা নূহ, ৭১ : ১০।

ফিরে আসো। তা হলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুন্দরভাবে জীবন উপভোগের সুযোগ দেবেন।”[৬৮]

(আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্‌তিগফার নিয়ে সালাফগণের কিছু বক্তব্য–)

এক. রিয়াহ আল-কাইসি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘চল্লিশটির কিছু বেশি গুনাহ ছিল আমার। প্রতিটি গুনাহের জন্য আমি এক লক্ষবার ইস্‌তিগফার করেছি।’[৬৯]

দুই. হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘ইস্‌তিগফার করতে করতে তোমরা বিরক্ত হয়ে যেয়ো না।’[৭০]

তিন. আবু বকর মুযানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘আদম-সন্তানের আমলগুলো আসমানে ওঠানো হয়। সেই আমলনামায় যদি ইস্‌তিগফার থাকে, তবে তা উজ্জ্বল অবস্থায় ওঠানো হয়। আর যদি ইস্‌তিগফার না থাকে, তবে তা ওঠানো হয় কালো অবস্থায়।’[৭১]

চার. হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘তোমরা বাড়িতে, বাহনে, পথেঘাটে কিংবা বাজারে যেখানেই থাকো—ইস্‌তিগফার পড়তে থাকো। কারণ মাগফিরাত কখন নেমে আসবে—তা তোমরা জানো না।’[৭২]

পাঁচ. লোকমান (আলাইহিস সালাম) তার ছেলেকে বলেছিলেন, ‘ছেলে আমার, তুমি নিজের জিহ্বাকে (এই দুআ পাঠে) অভ্যস্ত করে নাও—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

‘হে আল্লাহ, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।’

কেননা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কিছু মুহূর্ত আছে। সেই মুহূর্তগুলোতে তিনি কোনো দুআকারীকে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দেন না।’[৭৩]

---

[৬৮] সূরা হূদ, ১১ : ৩।
[৬৯] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১৯৪।
[৭০] ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুত তাওবা, ১৪৭।
[৭১] ইবনুল জাওযি, যাম্মুল হাওয়া, ২১৬।
[৭২] ইবনু আবিদ দুনইয়া, কিতাবুত তাওবা, ১৫৮।
[৭৩] ইবনু আবিদ দুনইয়া, হুসনুয-যন্নি বিল্লাহ, ১১৯।

ছয়. একবার উমর ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ)-কে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করা হয়—কোন আমলটিকে আপনি সবচেয়ে উত্তম ও ফজিলতপূর্ণ পেয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'ইস্তিগফার (আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া)।'[৭৪]

أُخِرَهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

[৭৪] ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাবুর-রূহ, ১/৬২-৬৩।